উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক সমবায় সমিতির জন্ম লাভ করে জার্মানিতে। গনতান্ত্রিক চেতনাকে সামনে রেখে দরিদ্র মানুয়ের আশা, আকাংখা পূরণ এবং তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সাধারন মানুষের সামাজিক, মানসিক উন্নয়নের প্রত্যয়কে সামনে রেখে দরিদ্র, সমাজে অবহেলিত মানুষের শক্তিশালী সংগঠন ও হাতিয়ার হিসাবে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক সমবায় সংগঠনের প্রথম জন্ম দেন ফ্রান্জ হারম্যান স্কুলিজডেলিট্স (Franz Hermann Schulze-Delitzsch) যা শহরবাসী দরিদ্র জনগনের জন্য কাজ করতো। ফ্রান্জ হারম্যান স্কুলিজডেলিট্স (Franz Hermann Schulze-Delitzsch) শহরের হত-দরিদ্র, অবহেলিত, তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষদের ভাগ্য ফেরানোর জন্য, তাদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য, প্রতিষ্ঠা করেন একটি সমবায় সংঘঠন, যা বহুদিন ধরে বহু মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলো। ফিরিয়ে দিয়ে ছিলো সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যদেবীকে।

তার ঠিক এক যুগ পরে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডরিক ইউলহেম রাইফেইসেন (Friedrich Wilhelm Raiffensen) নির্ঘুম, দরিদ্র, অনাহারী, অজপাড়াগায়ের নিম্ন আয়ের মানুষদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন আরো একটি সমবায় সংগঠন। এটি আজও বিশ্বের আধুনিক সমবায় সমিতি গুলোর মধ্যে একটি। এ সমবায় সংগঠন আজ বিশ্ব সমবায় আন্দোলনের এক বিরাট অংশ দখল করে আছে এবং বিশ্ব সমবায় আন্দোলনকে দারুন ভাবে প্রভাবিত করছে।
সে সময়ে ব্রিটেনে কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য সমবায় সংগঠন হলো ফ্রেন্ডলি সোসাইটি (Friendly Society), বিল্ডিং সোসাইটি (Building Society) এবং মিচুয়্যাল সেভিংস্ ব্যাংক (Mutual Savings Bank) ইংল্যান্ডের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়ণের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখে।

রবার্ট ওয়েন - আধুনিক সমবায়ের জনক

রবাটং ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) একটি নাম। যার ধ্যান, জ্ঞান ও রক্ত প্রবাহে ছিল শুধু সমবায়। কি করে হত-দরিদ্র মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তন করে স্বনির্ভর করা যায়, সেই চিন্তায় তার মন বিভোর থাকতো। তিনি ছিলেন মানুয়ের সুখের স্বপ্ন দ্রষ্টা। তিনি স্বপ্ন দেখতেন অর্থনৈতিকভাবে মুক্ত, শিক্ষিত ও ক্ষুধামুক্ত একটি সুন্দর সমাজ। তিনি বাস করেতেন ওয়েলসসেন এ। এ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমেই তার সুতা ব্যবসার সুভাগ্য নিজেই রচনা করতে পেরে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কর্মীদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে, তারা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো ফলাফল বয়ে আনবে। তাই তিনি তার স্কটল্যান্ডের নিউ লেনার্ক সুতা কলের কর্মীদের উপর তার এ ধারনা কার্যকর করার চেষ্টা করেন। তার এ প্রচেষ্টা মোটামুট কার্যকর বলে প্রমানিত হয়েছিল। তিনি তার ধারনা লব্দ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সাম্যের গ্রাম (The Village of Cooperation) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি তার স্বপ্নের গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য, গ্রামীন জনপদের দরিদ্র, অশিক্ষিত, কুসংস্কার আছন্ন, পিছিয়ে পড়া

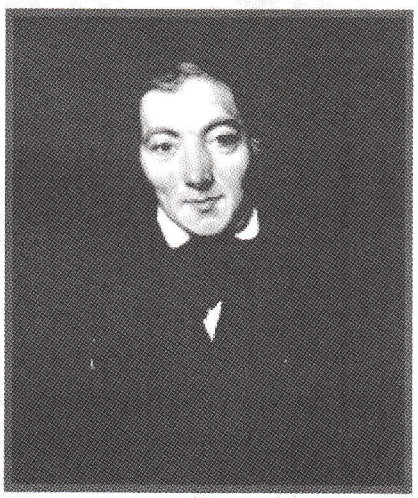
৫০ বছর বয়সে রবাটং মার্কুস ওয়েন

মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে, অবুঝ মানুষ গুলো যেন নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়তে পারে, নিজেদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োনীয় তথ্য যেন নিজেরা যোগার করতে পারে, সে লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন সমবায়ী গবেষক ও বিশ্লেষক হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেন। তিনি সমবায়ের উপর বিভিন্ন গবেষণা করেন এবং এ গবেষণা লব্দ জ্ঞান বিতরন করে যান আমৃত্যু এবং সমবায়ই ছিল তার পেশা ও নেশা।